দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2·8·DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩ ...

15

মেধা তালিকায় পরিবর্তন

এইচএসসি ঃ বাদপড়া ২৫০০ পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল থেকে বাদপড়া প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বরের মধ্যে মঙ্গলবার ঢাকা বোর্ডের আড়াই হাজার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত ফলাফলে সম্মিলিত মেধা তালিকার বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যান্য তিন বোর্ডের বাদপড়া ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

গত ২০ ডিসেম্বর ৪ বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল একযোগে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম কম্পিউটারের মাধ্যমে ফলাফল তৈরি করা হয়। ফলাফল শীট থেকে ঢাকা বোর্ডের প্রায় তিন হাজারসহ ৪ বোর্ডের প্রায় ৪ হাজার ফলাফল বাদ পড়ে যায়।

মঙ্গলবার ঢাকা বোর্ডের এই ফলাফল ঘোষণার সময় বোর্ড

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

এইচএসসি ঃ বাদপড়া ২৫০০ পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অফিসের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়। এই সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য এক পর্যায়ে পুলিশ দুপুরে লাঠিচার্জ করে এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ফলাফল প্রত্যাশী ছাত্র সাকেরকে আটক করে। ঘোষিত ফলাফলে ঢাকা কলেজের ছাত্র শামীম কবীর চৌধুরী (লিজার) সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ তিনি ৯৪৭ নম্বর পেয়েছেন। অপরদিকে শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে ঢাকা কলেজের ছাত্র নওফেল জমির সাদি মানবিক বিভাগের মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন। তিনিও ৪টি বিষয়ে লেটারসহ ৮৪৩ নম্বর পেয়েছেন। ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলারের মেয়ে শামীমা মিথুন ভিকারুননেসা নূন কলেজ থেকে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এছাড়া গতকালের ঘোষিত ফলাফলে ঢাকা বোর্ডের ১৯টি কলেজের প্রায় দেড় হাজার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর নাম রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশই স্টার মার্কপ্রাপ্ত বলে জানা গেছে।

ঢাকা বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, কম্পিউটারে ফল প্রকাশের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতার প্রথম পাতায় কতগুলো ছক তৈরি করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা যথাযথভাবে এসব ছক পূরণ করছে কি-না তা দেখার জন্য হল পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। একই সঙ্গে যে সকল পরীক্ষক খাতা দেখেছেন ছক পূরণের মাধ্যমে উত্তরপত্রের নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রেও তাদের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ছক পূরণে কাটা, ছেঁড়া, ওভার রাইটিং, ফ্লুইড ব্যবহার ইত্যাদি নিষেধ করা ছিল; কিন্তু কতিপয় পরীক্ষক এবং হল পরিদর্শক সে নির্দেশ অমান্য করে ভুলভাবে ছক পূরণের ফলে ফলাফল শীট তৈরির ক্ষেত্রে কম্পিউটারে ঐসব খাতা ড্রপ আউট হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র আরো জানান, ইতিমধ্যেই ঐসব পরীক্ষক ও হল পরিদর্শকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যাদের ফলাফল এখনো ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি তাদের সকল খাতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৪/৫ দিনের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।

এছাড়া অন্যান্য বোর্ডের যে সকল ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বর ফলাফল শীট থেকে বাদ পড়েছে সেগুলো স্ব স্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ খুব শিগগির ঘোষণা করবেন বলে জানা গেছে।

২০ ডিসেম্বর ঘোষিত ফলাফল থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছিল সে সকল ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এদের প্রায় সকলেই পাস করেছে বলে জানা গেছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র শামীম কবীর চৌধুরী (লিজার) এসএসসি পরীক্ষায় গবঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ হয়েছিলেন। একমাত্র বোন ফারহানা রহমানও এসএসসি পরীক্ষায় ১৯তম স্থান অধিকার করেছিল। পিতা আবদুর রহমান চৌধুরী একজন প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ী এবং মা সায়ীদা রহমান গৃহিণী।